



সেফটি (SAFETI)

সেফ এ্যাকুয়া ফার্মিং ফর ইকোনমিক এ্যান্ড ট্রেড ইমপ্রুভমেন্ট বাংলাদেশ



WINROCK
INTERNATIONAL

বাগদা ও গলদা চিংড়ি উৎপাদন এবং রপ্তানীতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এদেশে বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকাজুড়ে চিংড়ি চাষের উপযোগী ২৭৫,০০০ হেক্টরের বেশী স্বাদু ও লোনা পানির ঘের রয়েছে। এছাড়া সারা দেশেই রয়েছে অসংখ্য পুকুর, ধানক্ষেত ও প্রাকৃতিক জলাশয় যেখানে মিঠাপানির গলদা চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। এখানকার মাটি, পানির লবণাক্ততার মাত্রা এবং অনুকূল আবহাওয়া চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় বছরে অন্ততঃ দু'বার বাগদা বা গলদা চাষ করা যেতে পারে।

চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি উন্নয়নের এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাষী ও চিংড়ি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করাই সেফটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সহায়তাকারী সংস্থাঃ ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (ইউ এস ডি এ)



কর্মএলাকা

সেফটি নিম্নলিখিত জেলাগুলোর নির্বাচিত উপজেলাসমূহে কাজ করবে:

- সাতক্ষীরা
- খুলনা
- যশোর
- বাগেরহাট
- কক্সবাজার

উদ্দেশ্য

- উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাগদা ও গলদা চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- বাগদা ও গলদা চিংড়ির অধিক উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি;
- রপ্তানিযোগ্য গলদা এবং বাগদার গুণগতমান উন্নয়ন;
- চাষী ও চিংড়ি শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের আয় বৃদ্ধি।

প্রকল্প সময়কাল

অক্টোবর ২০১৬ - সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকল্প সহযোগী সংস্থা

- বাংলাদেশ শ্রমিক এ্যান্ড ফিস্ ফাউন্ডেশন (বি এস এফ এফ)
- কমিনিউটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
- টি এম এস এস
- অবার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউ. এস. এ.
- ওয়ার্ল্ড ফিস্

প্রকল্প সুবিধাভোগীর সংখ্যা

প্রত্যক্ষঃ ২৭,২৫০

পরোক্ষঃ ৪৩৮,৭৫০



প্রকল্প কার্যক্রম

উপকরণ: চিংড়ি পোনা, খাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের গুণগত মান ও সরবরাহ উন্নয়নে সহায়তা

অর্থনৈতিক সেবা: চিংড়ি চাষীদের জন্য বাস্তবসম্মত সহজ ঋণ সেবা

চাষী প্রশিক্ষণ: বাগদা ও গলদা চাষে উন্নত প্রযুক্তি, স্যানিটারি মান উন্নয়ন ও চিংড়ি আহরণ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

দক্ষতাবৃদ্ধি: সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান: উপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান

বাজারে প্রবেশগম্যতা: ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহজীকরণ

দক্ষতা বৃদ্ধি: সংশ্লিষ্ট ট্রেড এ্যাসোসিয়েশনস

